Case name

State of Maharashtra v. Bombay High Court (2008)

Case

মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ বন্ড্রে ও ওরস।

Brief Summary

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে পুনর্ব্যক্ত করেছে যে মৃত্যুদণ্ড কেবল বিরলতম ক্ষেত্রেই দেওয়া উচিত, যেখানে অপরাধটি এত জঘন্য এবং নিষ্ঠুর যে সমাজের সম্মিলিত বিবেক হতবাক হয়ে যায়। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে মৃত্যুদণ্ডকে সংযতভাবে ব্যবহার করা উচিত এবং কেবল তখনই যখন অপরাধটি এত গুরুতর হয় যে এটি চূড়ান্ত শাস্তির নিশ্চয়তা দেয়। রায়টি সুপ্রিম কোর্টের নীতি অনুসরণ করে কঠোরভাবে এবং অভিন্নভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কার্যকর করার গুরুত্বকেও তুলে ধরেছে।

Main Arguments

সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক উপস্থাপিত প্রধান যুক্তিগুলি মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়কে কেন্দ্র করে ছিল। আদালত জোর দিয়েছিল যে মৃত্যুদণ্ড কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই দেওয়া উচিত, যেখানে অপরাধটি চরম গুরুতর। আদালত যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষমা করার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করে বলেছে যে, গণ্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে 14 বছরের মেয়াদে রূপান্তরিত করা কোনও সঠিক আইনি ভিত্তির উপর ভিত্তি করে নয়।

Legal Precedents or Statutes Cited

রায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা, 302,201 এবং 498এ-র উল্লেখ করা হয়েছে।

Quotations from the court

- "বিরলতম ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত যেখানে অপরাধটি এতটাই জঘন্য ও নিষ্ঠুর যে সমাজের সম্মিলিত বিবেক এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত নির্বিশেষে বিচার বিভাগীয়

কর্মকর্তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আশা করা উচিত। "-" যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন অপরাধীর ক্ষমা দাবি করার অধিকার রয়েছে। তবে, ছাড় দেওয়া হবে কি না, তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব উপযুক্ত সরকারের। "-" "এইভাবে দেখা যায় যে, যাবজ্জীবন-দণ্ডপ্রাপ্তদের ছাড় দেওয়া হয় এবং কোনও সঠিক আইনি ভিত্তি ছাড়াই চৌদ্দ বছরের মেয়াদ শেষ করে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।"

Present Court's Verdict

সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলঃ-বচন সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (1980) 2 এস. সি. সি 684-দলবীর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (1979) 2 এস. সি. সি 1058

Conclusion

সুপ্রিম কোর্টের রায় ভারতে মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নীতিগুলিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে। আদালত সুপ্রিম কোর্টের নীতি অনুসরণ করে কঠোরভাবে এবং অভিন্নভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কার্যকর করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। রায়টি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষমা প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছে, জোর দিয়ে বলেছে যে ক্ষমা দেওয়ার সিদ্ধান্তটি যথাযথ আইনি ভিত্তিতে হওয়া উচিত।